দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

কারাগারে বন্দি মায়েদের সঙ্গে থাকা পাঁচ শতাধিক শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

॥ অপূর্ব আলাউদ্দিন ॥

সরকারের অবহেলায় বন্দি মায়েদের সঙ্গে থাকা পাঁচ শতাধিক শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সারাদেশে ৬৬ টি কারাগারের মধ্যে শুধু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু রয়েছে। বাকি ৬৫ টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার দূরে থাক, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার সামান্য বন্দোবস্তটুকুও নেই। ২০০৩ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সঙ্গে আরো ৬ টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর প্রস্তাব দিয়েছিল কারা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এসব ডে-কেয়ার সেন্টারগুলো আলোর মুখ দেখছে না।

কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, কোন বন্দি মায়ের সঙ্গে অনূর্ধ্ব ৬ বছরের শিশুরা কারাগারে অবস্থান করতে পারে। এই শিশুদের মানসিক গঠনের লক্ষ্যে ২০০৩ সালের ২ এপ্রিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতর যাত্রা শুরু করে একমাত্র ডে-কেয়ার সেন্টারটি। কারাগারে অবস্থানরত শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে ডে-কেয়ার সেন্টারটিতে শিক্ষা কার্যক্রম, সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা ও অডিও ভিডিওর মাধ্যমে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু এই চিত্র শুধু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি মায়েদের সঙ্গে ৭৩ শিশু অবস্থান করছে। বাকি ৬৫টি কারাগারের চিত্র ঠিক উল্টো। ৬৬ টি কারাগারে মায়েদের সঙ্গে থাকা শিশুর সংখ্যা প্রায় ৮শ'। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ছাড়া ৬৫ টি কারাগারে এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা দেয়ার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে প্লে, নার্সারি, কেজি ও প্রথম শ্রেণীতে পড়ার উপযোগী পাঁচ শতাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতর শিশুরা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলার সুযোগ পাচ্ছে। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে খেলার সরঞ্জামাদি। মাঝে মধ্যেই আয়োজন করা হয় নাচ, গান ও আবৃত্তি শেখার আসর। তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগও রয়েছে এখানে। বাকি কারাগারগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। বন্দি মায়ের সঙ্গে থেকে শিশুরা আলাদা কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। মানসিক ও সামাজিকভাবে গড়ে উঠছে ভিন্ন পরিবেশে। ফলে শিশুদের মনন গঠনের বয়স নষ্ট হচ্ছে সরকারের অবহেলায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০৩ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ডে-কেয়ার সেন্টারের সঙ্গে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার, বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার ও সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারসহ আরো ৬টি কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতর ডে-কেয়ার সেন্টার চালু হওয়ার কথা ছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফাইল চালাচালির জটিলতায় আটকে আছে এই প্রকল্প।

ডিআইজি প্রিজন মেজর সামসুল হায়দার সিদ্দিকী জানান, ডে-কেয়ার সেন্টার থাকলে স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটে। শিশুরা আনন্দ ও উদ্দীপনায় দিন কাটাতে পারে। পায় প্রকৃত শিক্ষার আলো। বন্দি মায়েরাই তাদের পড়াশুনা করান। সারাদেশের কারাগারগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়নি। বিভিন্ন সংকটের কারণে এই সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে না।